মেঘনাদবধ কাব্যের সংক্ষিপ্ত কাহিনী

প্রথম সর্গ : অভিষেক

বর্ণনীয় বিষয়

(১) কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কাছে কবির প্রার্থনা।
(২) রাজসভায় শোকস্তব্ধ রাবণ।
(৩) ভগ্নদূত কর্তৃক বীরবাহুর মৃত্যুঘটনা বর্ণনা।
(৪) প্রাসাদশিখরে রাবণ কর্তৃক যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন।
(৫) চিত্রাঙ্গদার আগমন ও রাবণের প্রতি অভিযোগ।
(৬) বারুণী-মুরলার কথোপকথন।
(৭) মুরলা-কমলার কথোপকথন।
(৮) প্রভাষা ধাত্রীর ছদ্মবেশে মেঘনাদকে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন।
(৯) প্রমীলা-মেঘনাদের কথোপকথন।
(১০) মেঘনাদের লঙ্কাগমন ও সেনাপতি পদে অভিষেক।

কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নিকট কবির প্রার্থনা : কাব্যের প্রারম্ভে কবি কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নিকট তাঁর করুণা প্রার্থনা করে বলেছেন : হে অমৃতভাষিণী দেবী, তোমার কৃপায় বাল্মীকি অসামান্য কবি-প্রতিভা লাভ করে অমর কবি হতে পেরেছিলেন। দস্যু রত্নাকর কাব্য রত্নাকর কাব্য রত্নাকর হয়েছিলেন। তোমার কৃপা হলে আমিও অমর কাব্য রচনা করতে পারবো। আমি এমন বীরসাত্মক মহাগীত রচনা করবো যা যুগে যুগে গৌড়জনকে আনন্দ দান করবে।

রাজসভায় শোকস্তব্ধ রাবণ : লঙ্কেশ্বর রাবণ রাজসভায় বসে আছেন। চারধারে শত শত পাত্রমিত্র যোদ্ধা। সম্মুখে ভগ্নদূত মকরাক্ষ করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। রাবণ বিষাদে নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন : ভিখারী রাঘবের হাতে বীরবাহুর নিধনবার্তা নিশাস্বপ্নের মতো অলীক। কি কুক্ষণে যে আমি ভগিনী শূর্পনখার দুঃখে দুঃখিত হয়ে অগ্নিশিখারূপিণী সীতাকে স্বর্ণলঙ্কায় নিয়ে এসেছিলাম। আমার এ সুন্দর লঙ্কাপুরী এখন বিপর্যয়ের সম্মুখীন। মন্ত্রী সারণ তাকে শোক করতে নিষেধ করলেন। রাবণ বললেন : এ পৃথিবী যে মায়াময় তা আমি জানি। কিন্তু পুত্রশোকে তবু হৃদয় কোন সান্ত্বনা মানে না। এরপর তিনি ভগ্নদূতকে বীরবাহুর নিধনবার্তা বর্ণনা করতে বললেন।

ভগ্নদূত কর্তৃক বীরবাহুর মৃত্যুঘটনা বর্ণনা : ভগ্নদূত বীরবাহুর মৃত্যু বর্ণনা করতে গিয়ে বলল : মদোন্মত্ত হস্তীর মতো বীরবাহু যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করে ধনুকে টংকার দিলেন।

Scanned with CamScanner

তাঁর সে ধনুকের টংকার মেঘের গর্জন, সিংহনাদ ও জলধির কল্লোল থেকেও ভয়ংকর। কিছুক্ষণ পর রামচন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্রে এসে বীরবাহুকে আক্রমণ করলেন। দুই সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হ'ল। বীরবাহুর সেনাদল নিহত। আমি শুধু একাই জীবিত রয়ে গেলাম। কিন্তু আমি কাপুরুষ নই। দেখ আমার বক্ষে অস্ত্রলেখা।

রাবণ কর্তৃক যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন ঃ ভগ্নদূতের কথা শুনে রাবণ পুত্রের বীরত্বগর্বে গর্বিত হলেন। তারপর পাত্রমিত্র সঙ্গে করে প্রাসাদশিখরে উঠে সেখান থেকে যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন করলেন। চারদিকে সিংহদ্বার রুদ্ধ। সেখানে অগণ্য রথ, রথী, গজ, অশ্ব, পদাতিকের সমাবেশ। নগরের বাহিরে শত্রু সৈন্যের সমাবেশ। দক্ষিণ দ্বারে অঙ্গদ, উত্তর দ্বারে সুগ্রীব, পশ্চিম দ্বারে রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও বিভীষণ। রণক্ষেত্রে শিবাকুল, গৃধিনী, শকুনি, কুক্কুর ও পিশাচগণ কোলাহলে মত্ত। অগণ্য চূর্ণ রথ, নিষাদী, সাদী, শূনী, রথী, পদাতিক গড়াগড়ি যাচ্ছে। এদের মধ্যে পড়ে আছে বীর চূড়ামণি বীরবাহু। মৃত পুত্রকে দেখে রাবণের অন্তর শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। তিনি বিলাপ করতে লাগলেন। তাঁহ দৃষ্টি পড়ল সেতুবন্ধ সাগরের দিকে। অভিমানে সাগরের উদ্দেশে ধিক্কার দিয়ে বললেন ঃ অলঙ্ঘ্য অজেয় সাগরের আজ এ কি দুর্দশা ! কোন পাপে তার গলায় ঝুলছে সেতুর শৃঙ্খল ? তার মতো বীরের এ সাজ তো শোভা পায় না।

চিত্রাঙ্গদার আগমন ও রাবণের প্রতি অভিযোগ ঃ যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন করে রাবণ আবার রাজসভায় এসে বসলেন। এই সময় সখিদলের সঙ্গে বীরবাহু-মাতা রাজমহিষী চিত্রাঙ্গদা প্রবেশ করলেন। পুত্রশোকে তাঁর চোখে জল। তাঁর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে রাজসভায় যেন শোকের ঝড় বয়ে গেল। তাঁকে দেখে সভাস্থ সকলের অন্তর শোকাচ্ছন্ন। চিত্রাঙ্গদা রাবণের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ বিধাতা আমাকে একটি পুত্ররত্নই দান করেছিলেন। সেই পুত্র ধন আমি গচ্ছিত রেখেছিলাম তোমার কাছে। কিন্তু তুমি তার রক্ষণাবেক্ষণ না করায় সে আজ নিহত। রাবণ তাঁর অভিযোগের উত্তরে বললেন ঃ এক পুত্রশোকে তুমি শোকাচ্ছন্না, আর শত পুত্রশোকে আমার বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তুমি বীরমাতা, তোমার পুত্র বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে স্বর্গপুরে চলে গেছে। সুতরাং তোমার মতো বীরমাতার পক্ষে ক্রন্দন করা শোভা পায় না। চিত্রাঙ্গদা বললেন ঃ দেশের শত্রুকে বধ করার জন্যে যুদ্ধ করে যে নিহত হয়, তার জন্ম শুভলগ্নে। কিন্তু রামচন্দ্রকে কি শত্রু বলা যায় ? তিনি কি রাবণের সিংহাসনের লোভে লঙ্কাপুরীতে এসেছেন ? সর্প সর্বদা নম্রশির, কিন্তু তাকে যদি প্রহার করা যায়, তাহলে সে উর্ধ্বমুখে দংশন করে। তুমি কর্মদোষে নিজেও মরতে বসেছ, সেই সঙ্গে লঙ্কাপুরীরও ক্ষতি করতে উদ্যত হয়েছ। এই বলে কাঁদতে কাঁদতে তিনি সখিদের নিয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

বারুণী-মুরলার কথোপকথন ঃ চিত্রাঙ্গদা চলে যাবার পর রাবণ ক্রোধে গর্জন করে ঘোষণা করলেন ঃ আমি নিজেই এবার যুদ্ধে যাবো। তাঁর ভৈরব গর্জন শুনে রাক্ষস-সেনাদল যুদ্ধসাজে সজ্জিত হ'ল। চারিদিকে রণবাদ্য বাজতে লাগল। সৈনিকদলের পায়ের

Scanned with CamScanner

চাপে লঙ্কাপুরী টলমল করতে লাগল। সাগরতলে বারুণী বসে কবরী বাঁধছিলেন। জলের মধ্যে প্রবল আলোড়ন দেখে তিনি তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন সখি মুরলাকে। মুরলা বললেন ঃ রাবণ যুদ্ধসাজে সজ্জিত হচ্ছেন, তাই এই আলোড়ন। বারুণী তাঁকে পাঠালেন লঙ্কাধামে তাঁর সখি কমলার কাছে যুদ্ধের বিবরণ জানবার জন্যে।

মুরলা-কমলার কথোপকথন ঃ লঙ্কাপুরীতে কমলা বসেছিলেন। চারদিকে পুষ্পসজ্জা। সম্মুখে স্বর্ণপাত্রে নানা উপহার॥ মুরলা তাঁর সামনে এসে তাঁকে প্রণাম করে বারুণীর মনোবাসনা নিবেদন করলেন। কমলা বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেনঃ রামচন্দ্রের আঘাতে রাবণ দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছেন। কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে নিহত। বীরবাহুর মৃত্যুতে চিত্রাঙ্গদা শোকাকুল। তাদের ক্রন্দন শুনে আমার মন সর্বদা চঞ্চল। এরপর কমলা বারুণীকে সঙ্গে করে রাবণের যুদ্ধসজ্জা দেখাতে নিয়ে গেলেন। কাতারে কাতারে সেনাদল রাজপথে হেঁটে চলেছে। ঘোড়াগুলি ঝড়ের বেগে ধাবমান। গম্ভীর স্বরে যুদ্ধের বাজনা বাজছে। বারুণী জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদকে কেন এ যুদ্ধসজ্জায় দেখা যাচ্ছে না ? কমলা বললেন ঃ মেঘনাদ প্রমোদ-উদ্যানে অবস্থান করছেন। বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ তিনি জানেন না। তাঁকে আমি এখন লঙ্কাধামে নিয়ে আসতে যাবো।

প্রভাষা ধাত্রীর ছদ্মবেশে কমলার মেঘনাদের নিকট গমন ও বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন ঃ লঙ্কাপুরীর বাইরে সুরম্য প্রমোদ-উদ্যানে মেঘনাদ পত্নী প্রমীলাসহ অবস্থান করছেন। চারধারে রম্য বনরাজি—গাছের শাখায় শাখায় কোকিলের কুহুতান। যৌবনবতী রমণীবৃন্দ নানাস্থানে প্রহরারত। কমলা মেঘনাদ-ধাত্রী প্রভাষার রূপ ধরে মেঘনাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে তাঁকে লঙ্কাপুরীতে যেতে অনুরোধ করলেন। একথা শুনে মেঘনাদ ক্রোধে তাঁর পুষ্পসজ্জা ছিঁড়ে ফেললেন। লঙ্কাপুরী শত্রু-সৈন্য পরিবেষ্টিত আর তিনি রমণীকুলের মাঝে অবস্থানরত ! তিনি ক্রোধভরে যুদ্ধসজ্জা করতে লাগলেন।

প্রমীলা-মেঘনাদের কথোপকথন ঃ মেঘনাদের যুদ্ধসজ্জা হয়ে গেলে তাঁর পত্নী প্রমীলা সেখানে প্রবেশ করলেন। স্বামীর হাত ধরে বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেনঃ আমাকে ত্যাগ করে তুমি কোথায় চললে ? আমি কি করে তোমার বিরহে কালযাপন করবো ?

মেঘনাদ বললেন ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুসৈন্য বধ করে আমি আবার তোমার কাছে ফিরে আসবো। এই বলে লঙ্কাগমনের উদ্দেশে তিনি রথে আরোহণ করলেন। রাবণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। মেঘনাদ সেখানে উপস্থিত হয়ে পিতাকে প্রণাম করে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। রাবণ বললেন ঃ এ ভয়ংকর যুদ্ধে তুমিই রাক্ষসকুলের শেষ ভরসা। তাই তোমাকে যুদ্ধে পাঠাতে মন চায় না। মেঘনাদ সদর্পে বললেন ঃ এই যুদ্ধে আমি রামচন্দ্রকে সুনিশ্চিতরূপে হত্যা করব। রাবণ তাঁকে বললেন ঃ এখন সন্ধ্যা সমাগত। ইষ্টদেবের পূজা করে কাল সকালে তুমি রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যেও। এরপর শাস্ত্রানুযায়ী গঙ্গাজলে মেঘনাদকে সেনাপতিপদে অভিষেক করা হ'ল। বন্দীর

Scanned with CamScanner

দল গান ধরল। গম্ভীর স্বরে রণবাদ্য বাজতে লাগল।

মেঘনাদকে সেনাপতিপদে অভিষেক করা হয়েছে বলে এই সর্গের নাম 'অভিষেক'।

Scanned with CamScanner